সমকাল

তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ

সুবোধ চন্দ্র ঢালী

গত পাঁচ বছরে শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শতকরা ৯৯ ভাগ শিশু স্কুলে যায়। বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে নতুন বই পায়, ক্লাস করে। যুগোপযোগী আধুনিক কারিকুলামের চার রঙের বই তাদের হাতে। সারাদেশে একই প্রশ্নপত্রে পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণী শেষে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা দিয়ে তারা সাহসী, গর্বিত নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখছে। এখন প্রতি বছর নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, ১ নভেম্বর জেএসসি/জেডিসি, ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি, ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ। ভর্তি, ক্লাস শুরু, পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ- সবই রুটিনে পরিণত হয়েছে।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই একটি যুগোপযোগী, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কয়েক মাসের নানা প্রক্রিয়ার পর একটি খসড়া তৈরি করা হয়। তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়ে জনমত গ্রহণ করে পরিমার্জন করা হয়। জাতীয় সংসদে পাস হয় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। সুদূর অতীত থেকে এই প্রথম শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোনো মিছিল-মিটিং, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়নি। এটি দলমত নির্বিশেষে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গত পাঁচ বছর এ দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী বছরের প্রথম দিনে খালি হাতে স্কুলে এসে নতুন বইসহ মন-খোলা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বাড়ি ফিরেছে। এদিন সারাদেশের স্কুলগুলোতে পালন করা হয় পাঠ্যপুস্তক দিবস। এবারও কোনো ব্যত্যয় হয়নি। গত পাঁচ বছরে বিনামূল্যে সর্বমোট বই বিতরণ করা হয়েছে ১২৩ কোটির বেশি।

১৭ বছর পর ২০১৩ সালে নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই চালু করা হয়েছে। তার আগে দু'বছর ধরে কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য, নম্বর বিন্যাস, বিষয় সংযোজন-বিয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বদলে গেছে সনাতন ধারার পাঠ ব্যবস্থা। মুখস্থ করে বা নকল করে পাস করার দিন শেষ। এখন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং তার প্রয়োগ দেখাতে হবে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি এখন মাধ্যমিক পর্যায় ছাড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর স্পর্শ করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষায় বিপ্লব এসেছে। শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, ফর্ম পূরণ, পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন পাঠানো, পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরির আবেদনসহ যাবতীয় কাজ এখন অনলাইনে চলে। ২৩ হাজার ৫শ' স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজে চালু করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়েছে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় দেওয়া হয়েছে অধিক গুরুত্ব। উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ পাস করা হয়েছে। এর জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল করা হচ্ছে। শিক্ষা খাতে বিপুল সাফল্যের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন এডুকেশন ইনিশিয়েটিভে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সদস্য করার প্রস্তাব করেন। বিশ্বের ১০টি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সরকারপ্রধানকে নিয়ে এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ গঠন করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এমডব্লিউজির সদস্য। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যায় সমতা অর্জনের কথা। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তিক্ষেত্রে ৯৯ দশমিক ৪৭ ভাগ এবং প্রাথমিকের সমে মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্রছাত্রী সংখ্যায় সমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তবে ভর্তি নিশ্চিত হলেও তাদের স্কুলে ধরে রাখা এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে।

শিক্ষার প্রসার, পাবলিক পরীক্ষার ফল উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ নানা অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি এখন দরকার গুণগত মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। অনেক শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে না নিয়ে পেশা হিসেবে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় টানার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় পাস করে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞজনদের ধারণা, এভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। জীবনমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসিতে ফেল বা নিম্নমানের পাস করা শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে। নতুন সরকারের এসব চ্যালেঞ্জ গ্রহণের এটাই উপযুক্ত সময়।

○ উপপ্রধান তথ্য অফিসার
dhalisubodh@gmail.com